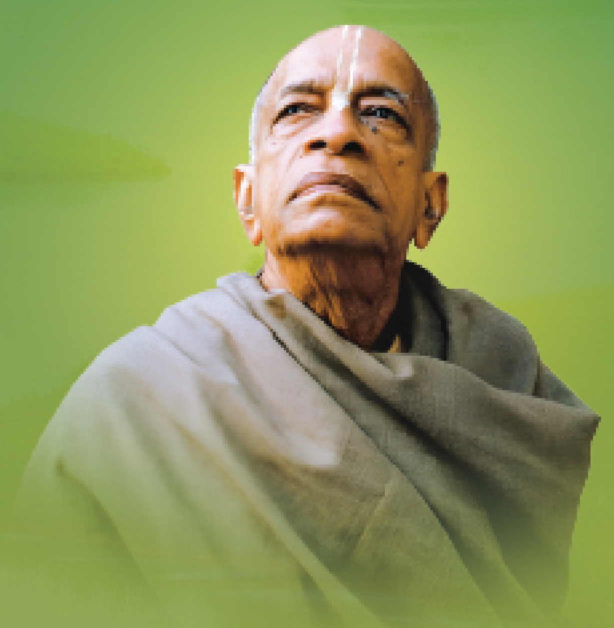

এই শিশুরা হচ্ছে আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ আশা, তাই এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে কিভাবে আমরা তাদেরকে খুব ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণভাবনায় প্রশিক্ষিত করছি।

-শ্রীল প্রভুপাদ
(সৎ স্বরূপকে পত্র ১১ এপ্রিল ১৯৭৩)

ISKCON BANGLADESH | JAGRATA CHATRA SAMAJ ISKCON, BANGLADESH

পরিচালনায়ঃ জাগ্রত ছাত্র সমাজ

আয়োজনেঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন), বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যঃ কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

officialjcsbd | iskconjcsbd@gmail.com | jcsdhaka | www.jcsdhaka.com

ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট

ক-বিভাগ

ISKCON
MINISTRY OF EDUCATION

JAGRATA CHATRA SAMAJ
ISKCON, BANGLADESH

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তিতে

ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬

ক-বিভাগ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)
জাগ্রত ছাত্র সমাজ
স্বামীবাগ আশ্রম, ৭৯ স্বামীবাগ রোড, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪।
HOTLINE +880 1323-997755

উৎসর্গ

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য:
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এর করকমলে

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তিতে

ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬

উপদেষ্টা মণ্ডলী:

শ্রীমৎ ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ

শ্রীমৎ ভক্তি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ

শ্রীমৎ ভক্তি বিনয় স্বামী মহারাজ

শ্রীমৎ ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজ

শ্রীমৎ ভক্তিময় নিতাই স্বামী মহারাজ

শ্রী নাড়ু গোপাল দাস

শ্রী হংস কৃষ্ণ দাস

সমন্বয়কবৃন্দ:

শ্রী জগৎগুরু গৌরাঙ্গ দাস

শ্রী শুভ নিতাই দাস

শ্রী দ্বিজমনি গৌরাঙ্গ দাস

শুভেচ্ছা বাণী

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে 'জাগ্রত ছাত্র সমাজ' - এর পরিচালনায় ইস্‌কন বাংলাদেশ স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করেছে দেশব্যাপী সর্ববৃহৎ পারমার্থিক প্রতিযোগিতা **'ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট-২০২৬'**। ছাত্র-ছাত্রীদের বৈচিত্র্যময় এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। এর মাধ্যমে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চেতনাও বিকশিত হবে। পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিনিধিসহ সবাইকে এই উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মাধ্যমে সাফল্যমণ্ডিত করার আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রীমৎ ভক্তিপুরুষোত্তম স্বামী
জিবিসি-ইস্‌কন ও নির্দেশক -জাগ্রত ছাত্র সমাজ।

প্রতিযোগিতার নিয়মাবলি

- প্রথমে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
- উপজেলা থেকে জেলা তারপর বিভাগীয়/আঞ্চলিক পর্ব শেষে জাতীয় পর্যায়ে ঢাকায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।
- প্রত্যেকের জন্য কুইজ বাধ্যতামূলক। কুইজ ছাড়াও সর্বোচ্চ ৩টি বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত (ইয়েস কার্ড প্রাপ্ত) প্রতিযোগীরা বিভাগীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত প্রতিযোগীরা জাতীয় পর্যায়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- সকল প্রতিযোগীদের অবশ্যই স্ব-স্ব স্কুল ড্রেস পরিধান করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
- আগ্রহী প্রতিযোগীদের নিকটস্থ ইস্‌কন মন্দির, প্রচার কেন্দ্র ও নামহট্টে যোগাযোগ করে রেজিস্ট্রেশনপূর্বক প্রতিযোগিতার সিলেবাস ও কুইজ বই সংগ্রহ করতে হবে।
- অনলাইনে (গুগল ফরম) ও ওয়েবসাইট www.jcsdhaka.com - এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে।
- রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রতিযোগীগণ স্ব স্ব স্থানীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- গুগল ফরম লিংকটি জাগ্রত ছাত্র সমাজের Facebook Page অথবা QR কোড এ পাওয়া যাবে।
- সর্বদা বিচারকদের/কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

প্রত্যেক পর্বেই থাকবে উপহার সামগ্রী, ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ইত্যাদি।

চূড়ান্ত পর্বে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীর জন্য থাকবে শিক্ষাবৃত্তি।

প্রতি গ্রুপে সেরা ১০ জন প্রতিযোগী পাবে বিশেষ পুরস্কার।

গীতার শ্লোক আবৃত্তি, ভজন-কীর্তন ও অন্যান্য বিষয়ে প্রতিযোগীরা WhatsApp, Facebook, YouTube এর মাধ্যমে অডিও, ভিডিও এবং লিংক সংগ্রহ করে প্রস্তুতি নিতে পারবে।

রেজিস্ট্রেশন ফি ৳১০০

প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ

গীতার শ্লোক আবৃত্তি

উপস্থাপনের নিয়মঃ

শুরুতে **'হরেকৃষ্ণ'** সম্বোধনপূর্বক **'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'** বলে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা.......অধ্যায়.......শ্লোক সংখ্যা উল্লেখপূর্বক মুখস্থ শ্লোকটি উচ্চারণ করে অনুবাদ বলতে হবে।

ক বিভাগ-১০টি শ্লোক **১/১৫, ২/২২, ৪/৯, ৫/২৯, ৭/৭, ৮/৫, ১০/৮, ১১/১৬, ১২/১৬, ১৫/৫**

উপজেলা পর্যায়	৩টি শ্লোক
জেলা পর্যায়	৪টি শ্লোক
বিভাগীয় পর্যায়	৬টি শ্লোক
চূড়ান্ত পর্যায়	৮টি শ্লোক

অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচিত শ্লোকগুলোর মধ্যে অনুষ্টুপ (২ লাইন) ও ত্রিষ্টুপ (৪ লাইন) ছন্দে প্রস্তুতি গ্রহণ করে আবৃত্তি করতে হবে।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকোদরঃ ।। ১/১৫ ।।

অনুবাদঃ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ বাজালেন, অর্জুন বাজালেন তাঁর দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং বিপুল ভোজনপ্রিয় ভীমকর্মা ভীমসেন বাজালেন পৌণ্ড্র নামক তাঁর বিশাল শঙ্খ।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্য-
ন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ।। ২/২২ ।।

অনুবাদঃ মানুষ যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে, দেহীও তেমনই জীর্ণ দেহত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ।। ৪/৯ ।।

অনুবাদঃ হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম প্রাপ্ত হন।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ৫/২৯ ॥

অনুবাদঃ আমাকে সমস্ত যজ্ঞ ও তপস্যার পরম ভোক্তা, সর্বলোকের মহেশ্বর এবং সমস্ত জীবের সুহৃদরূপে জেনে যোগীরা জড় জগতের দুঃখ–দুর্দশা থেকে মুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করেন।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ।। ৭/৭ ।।

অনুবাদঃ হে ধনঞ্জয়! আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণিসমূহ গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্বই আমাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থান করে।

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।। ৮/৫ ।।

অনুবাদঃ মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ।। ১০/৮॥

অনুবাদঃ আমি জড় ও চেতন জগতের সব কিছুর উৎস। সব কিছু আমার থেকেই প্রবর্তিত হয়। সেই তত্ত্ব অবগত হয়ে পণ্ডিতগণ শুদ্ধ ভক্তি সহকারে আমার ভজনা করেন।

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ।।১১/১৬।।

অনুবাদ: হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, তোমার সর্বত্র ব্যাপ্ত অনন্ত রূপে অনেক বাহু, উদর, মুখ এবং নেত্রসমূহ দেখছি। আমি তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।। ১২/১৬॥

অনুবাদঃ যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, উদ্বেগশূন্য এবং সমস্ত কর্মের ফলত্যাগী, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ–
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ।।১৫/৫ ।।

অনুবাদঃ যাঁরা অভিমান ও মোহশূন্য, সঙ্গদোষ রহিত, নিত্য–অনিত্য বিচার পরায়ণ, কামনা বাসনা বর্জিত, সুখ–দুঃখ, আদি দ্বন্দ্বসমূহ থেকে মুক্ত এবং মোহমুক্ত, তাঁরাই সেই অব্যয় পদ লাভ করেন।

ভজন-কীর্তন

প্রতিযোগীদের নামহট্ট পরিচয় ও ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন গ্রন্থ থেকে ভজন-কীর্তনের প্রস্তুতি নিতে হবে।

উপজেলা পর্যায়	২টি
জেলা পর্যায়	৩টি
বিভাগীয় পর্যায়	৫টি
চূড়ান্ত পর্যায়	৬টি

ছবিতে রং

- সরবরাহকৃত ছবিতে রং করতে হবে।
- প্রতিযোগীদের বোর্ড নিয়ে আসতে হবে।
- প্রয়োজনীয় রং পেন্সিল বা রং করার সরঞ্জাম নিয়ে আসতে হবে।

পৌরাণিক অভিনয়

- সাজ ও অভিনয়ের জন্য আলাদা নম্বর থাকবে।
- সাজের পাশাপাশি অভিনয় দক্ষতাও ফুটিয়ে তুলতে হবে।
- প্রতিযোগীদের চরিত্র অনুযায়ী পোষাক, সাজ এবং অভিনয় করতে হবে।
- প্রত্যেক প্রতিযোগীর অভিনয়ের জন্য ২ মিনিট সময় পাবে।
- প্রতিযোগীরা আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্র-ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, রেকর্ডিং সংলাপ অথবা প্রাসঙ্গিক যেকোনো অডিও ক্লিপ ব্যবহার করতে পারবে।
- বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিযোগীরা কাহিনী নির্ভর নৃত্যকলা প্রদর্শন করতে পারবে।

কুইজ

- বিভাগ ভিত্তিক নির্ধারিত বইয়ের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রস্তুতি নিতে হবে।
- বিষয়সমূহ: মন্ত্র ও শ্লোকাবলি, প্রশ্নোত্তর, সদাচার, প্রবন্ধ ইত্যাদি।
- উপজেলা পর্যায়ে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- পরবর্তী পর্যায়ে নৈর্ব্যক্তিক (MCQ) ও রচনামূলক পদ্ধতিতে পরীক্ষা নেওয়া হবে।
- পরীক্ষা মোট ১০০ নম্বরে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ে ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা যাবে না।
- জেলা পর্যায়ে প্রতি ৫টি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।
- বিভাগীয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রতি ৪টি ভুল উত্তরের জন্য ১ নম্বর কাটা যাবে।

কুইজ

বৈদিক মন্ত্র ও শ্লোকাবলী

গুরু প্রণাম মন্ত্র:
ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।

শ্রীকৃষ্ণ প্রণাম মন্ত্র:
হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে ।।

নিদ্রা জাগরণের পর প্রণাম মন্ত্র:
প্রাতঃ প্রবোধিতো বিষ্ণো হৃষীকেশেন যৎ ত্বয়া।
যদযৎ কারয়শীসান তৎ করোমি তবাজ্ঞায়া ।।

জল শুদ্ধি মন্ত্র:
গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী ।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।।

সূর্য প্রণাম মন্ত্র:
ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধান্তারীং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ।।

চরণামৃত গ্রহণের মন্ত্র:
অকালমৃত্যু হরণং সর্বব্যাধি বিনাশনং।
বিষ্ণোপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম।।

শুচিতার মন্ত্র:
ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুন্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।।

পাঠ শুরু করার পূর্বে:
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

জন্ম–সংবাদে:
ওঁ আয়ুষ্মান ভব (ছেলের ক্ষেত্রে)
ওঁ আয়ুষ্মতী ভবঃ (মেয়ের ক্ষেত্রে)

মৃত্যু–সংবাদে:
ওঁ দিব্যান লোকান্ স গচ্ছতু
(স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে– সা গচ্ছতু)

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ।। গীতা– ১৮/৬৫

তুমি সর্বদা আমার স্মরণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার পূজা কর এবং আমাকে নমস্কার কর। তা হলে তুমি আমাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হবে। এই বিষয়ে আমি তোমার কাছে সত্যই প্রতিজ্ঞা করছি, যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে ॥ –(স্কন্দ পুরাণ)

হে রাজন! স্বল্প পুণ্যবান ব্যক্তিদের কখনও মহাপ্রসাদে, শ্রীগোবিন্দে, হরিনাম রূপ শব্দব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ –(বিষ্ণু পুরাণ)

ব্রাহ্মণদের আরাধ্যদেব, গাভী ও ব্রাহ্মণদের হিতকারী এবং জগতের কল্যাণকারী শ্রীকৃষ্ণকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। শ্রীকৃষ্ণ ও গোবিন্দ নামে পরিচিত সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা
জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মামৃতং গময়।
–(বৃঃ আরণ্যক উপনিষদ ১/৩/২৮)

অসত্যে থেকোনা, নিত্য সত্যের জগতে গমন কর। অন্ধকারে থেকোনা, জ্যোতির্ময় লোকে গমন কর। জড় দেহ গ্রহণ করে জন্ম–মৃত্যুর চক্রে ঘুরে মর না, অমরত্ব লাভ কর।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।। –(গীতা–মাহাত্ম্য ৬)

“এই গীতোপনিষদ্ ভগবদ্গীতা সমস্ত উপনিষদের সারাতিসার এবং তা ঠিক একটি গাভীর মতো এবং রাখাল বালকরূপে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীকৃষ্ণই এই গাভীকে দোহন করেছেন। অর্জুন যেন গোবৎসের মতো এবং জ্ঞানীগুণী ও শুদ্ধ ভক্তেরাই ভগবদ্গীতার সেই অমৃতময় দুগ্ধ পান করে থাকেন।”

নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে।
নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে ।। –(ভাগবত ১/৮/২২)

হে পরমেশ্বর, তোমার উদর–কেন্দ্রের নাভিদেশ পদ্মসদৃশ আবর্তে চিহ্নিত, গলদেশে পদ্মের মালা শোভিত, তোমার দৃষ্টিপাত পদ্মের মতো স্নিগ্ধ এবং পাদদ্বয় পদ্ম চিহ্নাঙ্কিত, তোমাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

কুইজ

বৈদিক সাধারণ জ্ঞান

১। প্রশ্ন: সনাতন ধর্মের চারটি স্তম্ভ কী কী?
উত্তর: সত্য, শৌচ, তপ ও দয়া।

২। প্রশ্ন: সনাতন ধর্মের প্রধান উৎসবগুলো কী কী?
উত্তর: জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, গৌর পূর্ণিমা, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি।

৩। প্রশ্ন: কলিযুগের যুগধর্ম কী?
উত্তর: হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে –এই মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন।

৪। প্রশ্ন : পাঁচটি পবিত্র নদীর নাম লিখ।
উত্তর: গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী ও কাবেরী।

৫। প্রশ্ন: কয়েকটি পবিত্র তীর্থস্থানের নাম লিখ।
উত্তর: বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, মথুরা, দ্বারকা, গয়া, কাশী, অযোধ্যা, পুরী ইত্যাদি।

৬। প্রশ্ন: ভগবান শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: যাহার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণ পূর্ণমাত্রায় বর্তমান তাকে বলা হয় ভগবান।

৭। প্রশ্ন: ভগবান কীভাবে অবতীর্ণ হন?
উত্তর: ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে আশ্রয় করে আদি চিন্ময়রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

৮। প্রশ্ন: কাকে বৃকোদর বলা হয় ও কেন?
উত্তর: ভীমকে বৃকোদর বলা হয়। তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করতে পারতেন। তিনি হিড়িম্ব আদি দানবকে বধ করেছিলেন।

৯। প্রশ্ন: জড় শরীরের সাতটি স্তর কী কী?
উত্তর: চামড়া, মাংস, হাড়, পেশী, মজ্জা, চর্বি ও বীর্য।

১০। প্রশ্ন: কার পক্ষে যোগী হওয়া সম্ভব নয়?
উত্তর: যারা অধিক ভোজন করে, নিতান্ত নিরাহারে থাকে এবং অধিক নিদ্রাপ্রিয় বা নিদ্রাশূন্য তাদের পক্ষে যোগী হওয়া সম্ভব নয়।

১১। প্রশ্ন: কে প্রকৃত শান্তি লাভ করেন?
উত্তর: যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ করে জড় বিষয়ের প্রতি নিস্পৃহ, নিরহংকার এবং কৃষ্ণভাবনায় যুক্ত তিনি প্রকৃত শান্তি লাভ করেন।

১২। প্রশ্ন: চন্দ্র ও সূর্যকে ভগবানের বিশ্বরূপে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?
উত্তর: নেত্রদ্বয়।

১৩। প্রশ্ন: সব্যসাচিন কাকে বলা হয়?
উত্তর: যিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে তীর নিক্ষেপ করতে পারেন।

১৪। প্রশ্ন: অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে কেন কমলপত্রাক্ষ বলে সম্বোধন করেছেন?
উত্তর: কারণ শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল পদ্মফুলের পাপড়ির মতো।

১৫। প্রশ্ন: শ্রীমতি রাধারানীর পিতা মাতার নাম কী?
উত্তর: বৃষভানু রাজা ও কীর্তিদা সুন্দরী।

১৬। প্রশ্ন: ইসকন এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের নাম কী?
উত্তর: কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

১৭। প্রশ্ন: শ্রীল প্রভুপাদের পিতামাতার নাম কী?
উত্তর: পিতার নাম শ্রীমান গৌরমোহন দে এবং মাতার নাম শ্রীমতি রজনী দেবী।

১৮। প্রশ্ন: কত প্রকার নরক আছে?
উত্তর: ২৮ প্রকার।

১৯। প্রশ্ন: ভগবত সেবার পাঁচটি বিশেষ অঙ্গ কী কী?
উত্তর: সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, মথুরাবাস।

২০। প্রশ্ন: মর্যাদা পুরুষোত্তম কাকে বলা হয়?
উত্তর: ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে।

২১। প্রশ্ন: প্রেম পুরুষোত্তম কাকে বলা হয়?
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে।

২২। প্রশ্ন: লীলা পুরুষোত্তম কাকে বলা হয়?
উত্তর: পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে।

২৩। প্রশ্ন: মানব জাতির জনক কে?
উত্তর: মনু।

২৪। প্রশ্ন: সৃষ্টির প্রথম জীব কে?
উত্তর: ব্রহ্মা।

২৫। প্রশ্ন: জীবের প্রকৃত সমস্যা বা দুঃখ কী?
উত্তর: জীবের প্রকৃত সমস্যা বা দুঃখ হচ্ছে– জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি।

২৬। প্রশ্ন: মানুষের ছয়টি প্রধান শত্রু বা ষড়রিপু কী কী?
উত্তর: কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয়টি রিপু হচ্ছে মানুষের প্রধান শত্রু।

২৭। প্রশ্ন: নরকের তিনটি দ্বার কী কী?
উত্তর: কাম, ক্রোধ ও লোভ।

২৮। প্রশ্ন: বর্ণ ও আশ্রম কয়টি ও কী কী?
উত্তর: ৪টি বর্ণ– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ৪টি আশ্রম– ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস।

২৯। প্রশ্ন: সপ্তমাতা কে কে?
উত্তর: জন্মদাত্রী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণ পত্নী, রাণীমা, গাভীমাতা, ধাত্রীমাতা ও পৃথিবীমাতা।

৩০। প্রশ্ন: পঞ্চতত্ত্ব কে কে?
উত্তর: শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীগদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীবাস ঠাকুর।

৩১। প্রশ্ন: নবদ্বীপ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
উত্তর: গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

৩২। প্রশ্ন: বৃন্দাবন কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
উত্তর: যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত।

৩৩। প্রশ্ন: শ্রীমদ্ভাগবতের রচয়িতা কে?
উত্তর: শ্রীল ব্যাসদেব।

৩৪। প্রশ্ন: শ্রীমদ্ভাগবতে কয়টি শ্লোক রয়েছে?
উত্তর: ১৮ হাজার।

৩৫। প্রশ্ন: রামায়ণের রচয়িতা কে?
উত্তর: বাল্মিকী মুনি।

৩৬। প্রশ্ন: রামায়ণে কতটি শ্লোক রয়েছে?
উত্তর: ২৪ হাজার।

৩৭। প্রশ্ন: বেদ প্রধানত কয়টি ও কী কী?
উত্তর: বেদ প্রধানত ৪টি যথা: ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।

৩৮। প্রশ্ন: পাপ পূণ্যের হিসাব কে রাখেন?
উত্তর: চিত্রগুপ্ত।

৩৯। প্রশ্ন: ধ্রুব মহারাজ কোথায় তপস্যা করেছিলেন?
উত্তর: বৃন্দাবনের মধুবনে।

৪০। প্রশ্ন: ভক্তির জন্য কোন মাসটি সর্বশ্রেষ্ঠ?
উত্তর: কার্তিক মাস বা দামোদর মাস।

৪১। প্রশ্ন: কোন ব্রত সর্বশ্রেষ্ঠ?
উত্তর: একাদশী ব্রত।

৪২। প্রশ্ন: ব্রাহ্মণের কতগুলো গুণ ও কী কী?
উত্তর: নয়টি গুণ। শম, দম,তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য।

৪৩। প্রশ্ন: ভগবানের দশ অবতারের নাম কী কী?
উত্তর: মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

৪৪। প্রশ্ন: প্রতি তিন বছর পরপর যে অতিরিক্ত মাস আসে তার নাম কী?
উত্তর: পুরুষোত্তম মাস।

৪৫। প্রশ্ন: পঞ্চ মহাভূত কী কী?
উত্তর: ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

৪৬। প্রশ্ন: পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কী কী?
উত্তর: চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।

৪৭। প্রশ্ন: পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় কী কী?
উত্তর: বাক, পানি, পাদ, উপস্থ, পায়ু।

৪৮। প্রশ্ন: প্রকৃতির তিনটি গুণ কী কী?
উত্তর: প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ।

৪৯। প্রশ্ন: অষ্টাঙ্গ যোগ কী?
উত্তর: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। এই আট প্রকার যোগ পদ্ধতিকে বলা হয় অষ্টাঙ্গযোগ।

৫০। প্রশ্ন: যোগীরা হৃদয়ে কার ধ্যান করেন?
উত্তর: যোগীরা হৃদয়ে পরমাত্মারূপী নারায়ণকে ধ্যান করেন।

৫১। প্রশ্ন: যুদ্ধের প্রথম দিকে কৌরব পক্ষের সেনাপতি কে ছিলেন?
উত্তর: পিতামহ ভীষ্মদেব।

৫২। প্রশ্ন: ভগবান কখন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন?
উত্তর: যখন ধর্মের পতন হয় ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন ভগবান এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

৫৩। প্রশ্ন: শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ নীতি কী?
উত্তর: শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ নীতি হচ্ছে–ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত কর্মের ভোক্তা এটা উপলব্ধি করা।

৫৪। প্রশ্ন: নৃসিংহদেব কোথা থেকে আর্বিভূত হন?
উত্তর: স্তম্ভের মধ্য থেকে।

৫৫। প্রশ্ন: কৃষ্ণ বলরামের গুরুদেবের নাম কী?
উত্তর: সান্দিপনি মুনি।

৫৬। প্রশ্ন: রামচন্দ্রের গুরুদেবের নাম কী?
উত্তর: বিশ্বামিত্র মুনি।

৫৭। প্রশ্ন: ভীম ও দুর্যোধন কার কাছে গদা যুদ্ধ শিখেছেন?
উত্তর: বলরাম।

৫৮। প্রশ্ন: বলরাম লাঙ্গল ধারণ করেন বলে তাকে কি বলা হয়?
উত্তর: হলধর।

৫৯। প্রশ্ন: প্রহ্লাদ মহারাজের গুরুদেবের নাম কী?
উত্তর: নারদ মুনি।

৬০। প্রশ্ন: বিষ্ণুর বাহন কী?
উত্তর: গরুড় দেব।

৬১। প্রশ্ন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম কী?
উত্তর: পাঞ্চজন্য।

৬২। প্রশ্ন: বলরামের মাতার নাম কী?
উত্তর: রোহিণী মাতা।

৬৩। প্রশ্ন: হরিনামের আচার্য কে?
উত্তর: হরিদাস ঠাকুর।

৬৪। প্রশ্ন: বৈষ্ণবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?
উত্তর: শ্রীশিব।

৬৫। প্রশ্ন: দেবতাদের গুরু কে?
উত্তর: বৃহস্পতি।

৬৬। প্রশ্ন: অসুরদের গুরু কে?
উত্তর: শুক্রাচার্য।

৬৭। প্রশ্ন: দেবতাদের সেনাপতি কে?
উত্তর: কার্তিক।

৬৮। প্রশ্ন: দেবতাদের মাতার নাম কী?
উত্তর: অদিতি।

৬৯। প্রশ্ন: অসুরদের মাতার নাম কী?
উত্তর: দিতি।

৭০। প্রশ্ন: গঙ্গা কোথা থেকে আবির্ভূত হয়েছে?
উত্তর: ভগবানের চরণকমল থেকে।

৭১। প্রশ্ন: শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামাতার নাম কী?
উত্তর: পিতা–জগন্নাথ মিশ্র, মাতা–শচী দেবী।

৭২। প্রশ্ন: মহাপ্রভুর পিতা–মাতার আদি বাসস্থান কোথায়?
উত্তর: ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট।

৭৩। প্রশ্ন: নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব স্থান কোথায়?
উত্তর: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে।

৭৪। প্রশ্ন: মহাভারতের রচয়িতা কে?
উত্তর: শ্রীল ব্যাসদেব।

৭৫। প্রশ্ন: রামায়ণের রচয়িতা কে?
উত্তর: বাল্মীকি মুনি।

৭৬। প্রশ্ন: ভগবান রামচন্দ্রের পিতা–মাতার নাম কী?
উত্তর: পিতা–রাজা দশরথ ও মাতা–কৌশল্যা।

৭৭। প্রশ্ন: 'সীতা মাতার' পিতার নাম কী?
উত্তর: জনক রাজা।

৭৮। প্রশ্ন: শ্রীরামচন্দ্রের পুত্রদের নাম কী?
উত্তর: লব ও কুশ।

৭৯। প্রশ্ন: ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?
উত্তর: অযোধ্যার রাজা ছিলেন।

৮০। প্রশ্ন: ভগবান বিষ্ণু কোথায় থাকেন?
উত্তর: বৈকুণ্ঠ ধামে।

৮১। প্রশ্ন: ভগবান বিষ্ণুর বাহন কী?
উত্তর: গরুড় দেব।

৮২। প্রশ্ন: বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল কারা?
উত্তর: জয় ও বিজয়।

৮৩। প্রশ্ন: উপনিষদ কয়টি?
উত্তর: ১০৮টি।

৮৪। প্রশ্ন: বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে?
উত্তর: সরস্বতী দেবী।

৮৫। প্রশ্ন: ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে?
উত্তর: লক্ষ্মী দেবী।

৮৬। প্রশ্ন: হিরণ্যকশিপু কার কাছ থেকে বর লাভ করেছিলেন?
উত্তর: ব্রহ্মা।

৮৭। প্রশ্ন: সনাতন ধর্মের আদি ধর্ম গ্রন্থ্ কী?
উত্তর: বেদ।

৮৮। প্রশ্ন: গীতায় কয়টি শ্লোক রয়েছে?
উত্তর: ৭০০টি।

৮৯। প্রশ্ন: পুরাণ কয়টি?
উত্তর: ১৮টি।

৯০। প্রশ্ন: বিভূতি শব্দটির র্অথ কী?
উত্তর: ভগবানের ঐশ্বর্য, যার দ্বারা তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

৯১। প্রশ্ন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোথায় আবির্ভূত হন?
উত্তর: মথুরায়।

৯২। প্রশ্ন: কার দ্বারা সনাতন ধর্মের বিশ্বায়ন ঘটেছে?
উত্তর: শ্রীল প্রভুপাদ।

৯৩। প্রশ্ন: ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা ও মাতার নাম কী?
উত্তর: নন্দ মহারাজ ও মা যশোদা।

৯৪। প্রশ্ন: ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কোন বংশে আবির্ভূত হন?
উত্তর: রঘুবংশে।

৯৫। প্রশ্ন: মহাপ্রভুর ছোট বেলার নাম কী?
উত্তর: নিমাই।

৯৬। প্রশ্ন: মহাপ্রভু কত বছর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন?
উত্তর: ২৪ বছর।

৯৭। প্রশ্ন: স্বাধ্যায় যজ্ঞ কী?
উত্তর: বেদ বা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন রূপ যজ্ঞকে স্বাধ্যায় যজ্ঞ বলে।

৯৮। প্রশ্ন: কে প্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন?
উত্তর: শ্রী নৃসিংহদেব।

৯৯। প্রশ্ন: গীতায় কয়টি অধ্যায়?
উত্তর: ১৮ টি।

১০০। প্রশ্ন: ভগবানকে কেন অচ্যুত বলা হয়?
উত্তর: ভগবান ভক্তের প্রতি করুণা প্রদর্শনে কখনও চ্যুত হন না। তাই তাকে অচ্যুত বলা হয়।

১০১। প্রশ্ন: গীতায় কাকে গুড়াকেশ বলা হয়েছে এবং কেন?
উত্তর: অর্জুনকে, কারণ তিনি নিদ্রাকে জয় করতে পেরেছিলেন।

১০২। প্রশ্ন: কার নিকট হতে দিব্যজ্ঞান আহরণ করতে হয়?
উত্তর: দিব্যজ্ঞান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা তার শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে আহরণ করতে হয়।

১০৩। প্রশ্ন: প্রত্যাহার কী?
উত্তর: ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সব কয়টি দ্বার বন্ধ করাকে প্রত্যাহার বলে।

১০৪। প্রশ্ন: "অম্লান্" কথাটির অর্থ কী?
উত্তর: নির্মল, অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে মুক্ত।

১০৫। প্রশ্ন: "প্রণব" কাকে বলে?
উত্তর: সমস্ত বৈদিক মন্ত্রগুলির মধ্যে 'ওঁ' শব্দটিকে বলা হয় প্রণব।

১০৬। প্রশ্ন: "সৃজামি" শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: সৃজামি শব্দটির অর্থ ভগবানের যা স্বরূপ সেভাবেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

১০৭। প্রশ্ন: গীতায় বর্ণিত "নির্বৈরঃ" শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: শত্রুভাবরহিত, অর্থাৎ যিনি সকলের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।

১০৮। প্রশ্ন: "অভিজাতস্য" শব্দটির অর্থ কী?
উত্তর: দৈবগুণসম্পন্ন, অর্থাৎ দিব্যগুণে যার জন্ম হয়েছে।

কুইজ

উপাখ্যানে উপদেশ

ভক্তের সুরক্ষা

সত্যযুগের ঘটনা। দৈত্যদের রাজা ছিল হিরণ্যকশিপু। সে ব্রহ্মার কাছ থেকে বর লাভ করে নিজেকে ভগবান বলে মনে করত। আর বিষ্ণুকে শত্রু বলে ভাবত। তাই সকল প্রজারা বিষ্ণুর পরিবর্তে হিরণ্যকশিপুকে পূজা করতো।

হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন প্রহ্লাদ মহারাজ এবং তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। ৫ বছর বয়সে প্রহ্লাদকে গুরুকুলে পাঠানো হয় এবং তার শিক্ষক ছিলেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের দুই পুত্র শণ্ড ও অমর্ক। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তারা প্রহ্লাদকে আসুরিক শিক্ষা প্রদান করতে পারেনি। বরং, প্রহ্লাদই গুরুকুলের অন্যান্য শিশুদের শেখাতেন যে, "হিরণ্যকশিপু নয়, বিষ্ণুই ভগবান।" একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে তুলে জানতে চাইল, "প্রহ্লাদ গুরুকুলে তুমি যা শিখেছ, এর মধ্যে তোমার কোনটা সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে?" উত্তরে প্রহ্লাদ বলল যে, "এ জগতের সকল জীবের একমাত্র কর্তব্য হলো বিষ্ণুর আরাধনা করা" বিষ্ণুর নাম শুনে হিরণ্যকশিপু প্রচণ্ড রেগে প্রহ্লাদকে ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। অসুরেরা নানাভাবে প্রহ্লাদকে মারার চেষ্টা করে–অস্ত্রের মাধ্যমে, আগুনে নিক্ষেপ করে, বিষ প্রদান করে, সমুদ্রে নিক্ষেপ করে, পাগলা হাতির পায়ের নিচে ফেলে, এছাড়া আরও বিভিন্ন উপায়ে। কিন্তু প্রহ্লাদের ভক্তির কারণে কোনোভাবেই তার মৃত্যু হলো না। এতে হিরণ্যকশিপু রেগে প্রহ্লাদকে নিজের হাতে হত্যা করতে উদ্যত হলো এবং জিজ্ঞেস করলো কোথায় তোর বিষ্ণু? এই স্তম্ভে কি তোর ভগবান আছে?

প্রহ্লাদ বললেন, "হ্যাঁ, আছেন।" ক্রোধে হিরণ্যকশিপু স্তম্ভে আঘাত করল এবং অদ্ভুত এক শব্দ করে স্তম্ভ থেকে ভগবান নৃসিংহদেব বেরিয়ে এলেন। তিনি দেখতে অর্ধেক মানুষ এবং অর্ধেক সিংহের মতো। ভগবান নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে তাঁর কোলের উপর রেখে নখ দিয়ে হত্যা করলেন। প্রহ্লাদ তখন নৃসিংহদেব ভগবানকে প্রণাম করল। এভাবে ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করলেন।

হিতোপদেশ: ভগবান সর্বদা তাঁর ভক্তকে সুরক্ষা প্রদান করেন।

কুইজ

উপাখ্যানে উপদেশ

রামচন্দ্রের করুণা

যখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করার উদ্দেশ্যে লঙ্কা যাওয়ার জন্য সেতু বন্ধন করছিলেন, তখন বানরেরা অনেক ভারী ভারী পাথর উত্তোলন করে সমুদ্রে ফেলছিল। সেই বানরদের মধ্যে হনুমান অনেক শক্তিশালী ছিলেন। কিন্তু সেখানে একটি কাঠবিড়ালী ছিল। যে বালির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে সেই বালি নিয়ে সেতুর ওপর ফেলে তাদের সাহায্য করছিল। আর সেটা দেখে হনুমান কাঠবিড়ালীকে উপহাস করছিল।

এই দৃশ্য দেখে ভগবান রামচন্দ্র হনুমানকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হনুমান বল তো আমি কেন এই সেতু নির্মাণ করছি?" উত্তরে হনুমান বলল, "সমুদ্রকে অতিক্রম করতে।"

তখন শ্রীরাম বললেন, "এটা সত্যি নয়, আমার সমুদ্র অতিক্রম করার প্রয়োজন নেই, কারণ কিছুক্ষণ পূর্বেই সামান্য ক্রোধান্বিত হয়েছিলাম বলে সমগ্র সমুদ্র শুকিয়ে গিয়েছিল, আবার কেবল আমার নাম লিখতেই পাথরগুলো ভাসতে শুরু করল। প্রকৃতপক্ষে আমি যদি চাই তাহলে চোখের পলকে লঙ্কায় চলে যেতে পারি, তাহলে এত শক্তি প্রয়োগের কি প্রয়োজন?" হনুমান আবার বললেন, "কারণ আপনি রাবণকে হত্যা করতে চান।" তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বললেন, "যদি আমি রাবণের হৃদয় থেকে চলে যাই, তাহলেই রাবণের মৃত্যু হবে, কারণ আমি তার হৃদয়ে পরমাত্মারূপে আছি বলেই সে জীবিত আছে।" তখন হনুমান খুব বিনীতভাবে সেতুবন্ধনের কারণ জিজ্ঞাসা করল। তখন শ্রীরাম বললেন, "একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদের সবাইকে ভক্তিমূলক সেবা দানের মাধ্যমে বিশুদ্ধ করা।"

শুধু কাঠবিড়ালী নয় দেখো তোমার মত এই মাকড়সাও ভক্তিমূলক সেবায় তার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাচ্ছে। আর এই ভক্তিমূলক সেবাই হচ্ছে জীবাত্মাকে শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত করার একমাত্র উপায়।

হিতোপদেশ: সেবা যে রকমই হোক না কেন এতে কোনো স্তর ভেদ করা উচিত নয়। সবসময় সেবায় নিজের সর্বোত্তম প্রচেষ্টাকে নিয়োজিত করা উচিত। আর ভগবান সেই সেবামুখী মনোভাবকেই গ্রহণ করেন। কারণ ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত হবার ফলেই একমাত্র শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়।

কুইজ

প্রবন্ধ____

পরমেশ্বর ভগবান

পরমেশ্বর মানে হচ্ছে পরম ঈশ্বর। সাধারণত ঈশ্বর শব্দের অর্থ নিয়ন্তা বা প্রভু। অর্থাৎ যিনি কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রণ করেন তিনিই ঈশ্বর। যেমন ব্রহ্মা এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, তাই ব্রহ্মাকে বলা হয় সৃষ্টির ঈশ্বর। আবার ইন্দ্র হচ্ছেন বৃষ্টির নিয়ন্তা, তাই তাকেও কখনো ঈশ্বর বলা হয়। কিন্তু যিনি এই ঈশ্বরেরও ঈশ্বর অর্থাৎ পরম নিয়ন্তা তাকে বলা হয় পরমেশ্বর।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্বকারণকারণম্।।

শ্রীশ্রী ব্রহ্মসংহিতায় পিতামহ ব্রহ্মা বলেছেন– কৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ–বিগ্রহ, তিনি অনাদির আদি এবং সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন, যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয় তখন জগতের পাপভার লাঘব করার জন্য তিনি স্বয়ং এই জগতে আবির্ভূত হন। ধর্ম প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভক্তদের আনন্দ দানের উদ্দেশ্যেও তিনি এ জগতে আবির্ভূত হন। ব্যাসদেবের পিতা শ্রীল পরাশর মুনি 'ভগবান' শব্দের বিশ্লেষণে উল্লেখ করেছেন যে–যার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান তাকে বলা হয় ভগবান। কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সমস্ত গুণ পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত রয়েছে।

আজ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে আবির্ভূত হন। ভগবানের আবির্ভাব কালে সমস্ত তিথি গ্রহ–নক্ষত্ররাশি তথা সমস্ত প্রকৃতি সর্বমঙ্গল ও সর্বসুলক্ষণ যুক্ত হয়ে ওঠে। ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে রোহিনী নক্ষত্র যখন তুঙ্গে প্রকাশিত ছিল তখন পরমেশ্বর ভগবান দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে কংসের কারাগারে আবির্ভূত হন। কিন্তু জন্মের পরপরই বসুদেব, কৃষ্ণকে মথুরা থেকে বৃন্দাবনে নিয়ে আসেন। সেখানে নন্দ মহারাজ ও যশোদা মাতার আদর–স্নেহে কৃষ্ণ দিনে দিনে বড় হতে লাগল। এদিকে নিষ্ঠুর কংস কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য বিভিন্ন প্রয়াস করতে লাগলেন। পুতনা, শকটাসুর, তৃণাবর্তাসুর, অঘাসুর, বকাসুর ইত্যাদি অনেক ভয়ংকর ও বিকট আকারের অসুরদের কৃষ্ণকে নিহত করার জন্য পাঠাতে লাগলেন। মৃত্যুভয়ে ভীত কংস তখন ভুলে গিয়েছিলেন যে, কৃষ্ণ সাধারণ কোনো শিশু না। তিনি হচ্ছেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ ও মোক্ষদাতা। শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই সমস্ত অসুরদের তার কৃপাকটাক্ষ প্রদান করে মুক্তি প্রদান করেন।

এভাবে কৃষ্ণ প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ নন্দ মহারাজ, মা যশোদা ও তাঁর সখাদের প্রেম বর্ধন করার জন্য আশ্চর্যজনক সমস্ত ঘটনা প্রদর্শন করতেন এবং নিজেও ভক্তের ভক্তি রস আস্বাদন করতেন।

কৃষ্ণ প্রতিদিন অসংখ্য লীলা সম্পাদন করতে লাগলেন।

যখন বৃন্দাবনে ছিলেন তিনি মাত্র ৬ দিন বয়সে পুতনা নামক নরখাদক রাক্ষসীকে বধ করেন। মাত্র ৭ বছর বয়সে কৃষ্ণ বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেন। আর মাত্র ১১ বছর বয়সে কংসসহ অনেক অসুরকে বধ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ থেকেই সমস্ত বেদ, পুরাণাদিসহ সমস্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী। শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্যবান হওয়া সত্ত্বেও সবচেয়ে বৈরাগ্যবান। তার প্রমাণ হলো– কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অর্জুনের রথের সারথি হয়েছিলেন এবং যুধিষ্ঠির মহারাজের রাজসূয় যজ্ঞে অতিথিদের চরণধৌত করার সেবা করেন। সমস্ত গুণ বা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে করুণাময় বন্ধু সমস্ত জীবের সুহৃদ। তাই কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করে এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করে তাহলে সেই জীবের সর্বোত্তম মঙ্গল সাধিত হয়।

কুইজ

সদাচার____

প্রাথমিক করণীয় ও অকরণীয়

০১। ঘুম থেকে উঠে ভগবান এবং পিতা–মাতাকে প্রণাম করা উচিত।
০২। তারপর হাত, মুখ ধোয়া ও স্নান করা উচিত।
০৩। প্রতিবার মলত্যাগ করার পর স্নান করা উচিত।
০৪। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা উচিত নয় এবং প্রস্রাব করার পর অবশ্যই জল ব্যবহার করা উচিত।
০৫। নখ, চুল ছোট রাখা উচিত এবং পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত।
০৬। সদা সত্য কথা বলা উচিত এবং কখনো মিথ্যা কথা বলা উচিত নয়।
০৭। সদা গুরুজনদের সম্মান ও তাঁদের কথা মান্য করা উচিত।
০৮। কখনো কারো জিনিস না বলে ধরা বা নেয়া উচিত নয়।
০৯। অসৎ কারো সাথে বন্ধুত্ব করা উচিত নয়।
১০। কখনো কারো ক্ষতি করা উচিত নয়, বরং সম্ভব হলে উপকার করা উচিত।
১১। পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে মন্দিরে গমন করা উচিত।
১২। মন্দিরে বিগ্রহের সামনে গল্প গুজব করা এবং উচ্চ স্বরে কথা বলা উচিত নয়।
১৩। মন্দিরে পা ছড়িয়ে বসা, ঘুমানো থেকে বিরত থাকা উচিত।
১৪। প্রতিদিন ভগবানের চরণে ফুল এবং তুলসীপত্র নিবেদন করা উচিত।
১৫। ঘুমানোর পূর্বে ভগবানকে প্রণাম করে ঘুমাতে যাওয়া উচিত।

কুইজ

নীতি শিক্ষা________________________________

একটি বীজের গল্প

বহুকাল পূর্বে মহান এক রাজা বিদ্যানগর রাজ্য শাসন করতেন। রাজা বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার কোন উত্তরসূরি ছিল না। তাই তিনি প্রজাদের মধ্য থেকে ভবিষ্যৎ রাজা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে তিনি একটি উপায় পেলেন যা তাকে পরবর্তী রাজা নির্বাচনে সহায়তা করবে।

রাজা ছিলেন বৃক্ষপ্রেমী। তাই তিনি রাজ্য থেকে সব শিশুকে ডাকলেন এবং তাদের প্রত্যেককে পাত্রে রোপিত একটি বীজ প্রদান করলেন। তিনি তাদের ভালভাবে বীজটির যত্ন নিতে বলেছিলেন এবং এক বছর পর তা প্রাসাদে ফিরিয়ে দিতে বলেছিলেন। রাজা তখন বীজের অগ্রগতি পরীক্ষা করবেন।

রামু নামক এক ছোট বালকও বীজসহ একটি পাত্র গ্রহণ করেছিল। সে যেহেতু খুব বৃক্ষ ভালবাসত, তাই সে বীজের যথেষ্ট যত্ন গ্রহণ করেছিল। যাহোক, বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে তার বীজটি বর্ধিত হচ্ছিল না। সে পুনরায় রোপন করেছিল এবং মাটি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল কিন্তু বীজটি কিছুতেই বাড়ছিল না ।

রামু হতাশ হলো কিন্তু তার মা তাকে বীজের যত্নগ্রহণ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করল।

এক বছর পর রাজা যখন পাত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করছিলেন তখন তিনি একটি খালি পাত্র দেখে থামলেন। কি ঘটেছে তা তিনি জানতে চাইলেন। রামু এগিয়ে এসে রাজাকে বিস্তারিত খুলে বলল। সে মন্তব্য করেছিল যে, সে ভালোভাবে বীজের যত্নগ্রহণ করলেও তা বর্ধিত হয়নি।

রামুর কথা শুনে রাজা তৎক্ষণাৎ তাকে (রামুকে) রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। সকলেই বিস্মিত হলো। রাজা সমবেতদের বললেন, "আমি সব পাত্রে সিদ্ধবীজ বপন করেছিলাম। তোমরা জান, সিদ্ধ করা হলে বীজ বাড়ে না। কেবল রামু ছেলেটিই সৎ এবং সে খালি পাত্র নিয়ে এখানে আসার মতো পর্যাপ্ত সাহসী। অন্যরা তাদের নিজস্ব বীজসমূহ বপন করেছে এবং তাদের বর্ণিল চারাগাছ নিয়ে আমাকে প্রতারিত করতে চেয়েছে। একজন সৎ এবং সাহসী প্রজাই রাজা হতে পারে। তাই আমি রামুকে ভবিষ্যৎ রাজা হিসেবে নিয়োগ করছি।" সকলে রাজা হওয়ার জন্য রামুকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।

সততাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এই গল্প থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি যে, সততা সর্বদাই শুভফল প্রদান করে।

কুইজ

নীতি শিক্ষা______________________________

পাখির চোখ

ভরদ্বাজ ঋষির পুত্র দ্রোণাচার্য ছিলেন কৌরব এবং পাণ্ডবদের গুরু। তিনি অস্ত্রবিদ্যা সম্পর্কে যুবক রাজপুত্রদের শেখাতেন। বালকেরা প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনুশীলন করছিল। একদিন দ্রোণাচার্য তার ছাত্রদের সক্ষমতা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একটি বৃক্ষের উঁচুতে একটি খেলনা পাখি রাখলেন। রাজপুত্রদের একত্রে ডেকে তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের ধনুক গ্রহণ কর এবং পাখির প্রতি লক্ষ্য নির্ধারণ কর। আমি একের পর এক তোমাদের নিক্ষেপ করতে ডাকব।"

প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে ডাকা হলো। তিনি যখন তার ধনুকে একটি তীর স্থাপন করলেন এবং লক্ষ্য নির্ধারণ করলেন, দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হে রাজপুত্র, তুমি কি দেখছ, আমাকে বল।" যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন যে, তিনি তার ভাইদের, দ্রোণাচার্য, বৃক্ষ এবং পাখি দেখছেন। দ্রোণাচার্য আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এবং একই উত্তর পেলেন। দ্রোণাচার্য তখন তাকে তীর নিক্ষেপ না করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছিলেন।

এরপর দুর্যোধনকে ডাকা হলো। সে যখন তীর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হয়েছিল, দ্রোণাচার্য তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কি দেখছ?" সে যুধিষ্ঠিরের মতো উত্তর প্রদান করেছিল এবং দ্রোণাচার্য তাকে বসতে বললেন। একের পর এক সকল রাজপুত্রদের ডাকা হলো এবং প্রত্যেকে একই প্রতিক্রিয়া জানালো। দ্রোণাচার্য তাদের তীর নিক্ষেপ করতে অনুমোদন করেননি।

অবশেষে অর্জুনকে ডাকা হয়েছিল। সে যখন তীর নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত হলো এবং একটি অর্ধবৃত্তে তীর নামিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তুমি কী দেখতে পাচ্ছ আমাকে বল। তুমি কি আমাকে, তোমার ভাইদের এবং বৃক্ষটিকে দেখতে পাচ্ছ?"

অর্জুন উত্তর প্রদান করল, "আমি কেবল পাখিটিকে দেখতে পাচ্ছি। আমি আপনাকে অথবা আমার ভাইদের বা বৃক্ষটিকে দেখতে পাচ্ছি না।" দ্রোণাচার্য সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন "তুমি যদি পাখিটিকে দেখ তাহলে আমার কাছে তা বর্ণনা কর।" অর্জুন উত্তর দিল, "আমি পাখিটির চোখ দেখছি। আমি এর দেহ দেখছি না।" দ্রোণাচার্য উৎফুল্ল হলেন। তিনি বললেন, "এই ধরণের মনোনিবেশ থাকলে তুমি নিশ্চিতভাবে সফল হবে। তীর নিক্ষেপ কর।"

অর্জুন তীর নিক্ষেপ করল এবং তা কাঠের পাখির চোখে আঘাত করেছিল। কাঠের পাখি ভূমিতে পতিত হয়েছিল। আনন্দাশ্রু নিয়ে দ্রোণাচার্য তার শিষ্য অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। অর্জুন তার গুরু থেকে যা শিখতেন তা অনুশীলনের মাধ্যমে ধনুর্বিদ্যার যথার্থ যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন। তদ্রুপ, যেকোন কার্যে যথার্থ হতে হলে আমরা যা শিখেছি তা নিরন্তরভাবে অনুশীলন করতে হয়।

কুইজ

মহাজন চরিত

চিন্ময় জগতের দূত–শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ হলেন "আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ" তথা ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য। তিনি ১৮৯৬ সালে ভারতের কলকাতায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল অভয়চরণ। পিতার নাম ছিল 'গৌর মোহন দে' ও মাতা 'রজনী দেবী।' শ্রীল প্রভুপাদের বাবা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। এজন্য ছোটবেলা থেকেই শ্রীল প্রভুপাদের মধ্যেও ধর্মমত পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত ছিল। শিশু অভয়চরণ তাঁর ছোটবেলায় বাবার সহযোগিতায় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উদযাপন করেন। এভাবেই ধর্মীয়, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে তিনি বড় হতে থাকেন।

কলকাতার বিখ্যাত স্কটিশ চার্চ কলেজ হতে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯২২ সালে তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে তাঁর গুরুদেবের নিকট হতে দীক্ষা লাভ করেন।

প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল প্রভুপাদকে পাশ্চাত্যে, আমেরিকায় ইংরেজিতে সনাতন ধর্ম প্রচার করার নির্দেশ দেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দেশকে হৃদয়ে ধারণ করে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত করার প্রয়াসী হন। তিনি বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভাষ্য রচনা করেন। ১৯৪৪ সালে এককভাবে তিনি 'Back to Godhead' নামক একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তিনি নিজেই এই পত্রিকার পাণ্ডুলিপি টাইপ করতেন, সম্পাদনা করতেন, প্রুফ দেখতেন এবং সেই পত্রিকাগুলো বিতরণ করতেন। সেই প্রকাশনা চালিয়ে যেতে প্রভুপাদকে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেই পত্রিকা আর বন্ধ হয়নি। এখন পর্যন্ত সেই পত্রিকাটি ৩০টি ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৪৭ সালে দার্শনিক জ্ঞান ও ভক্তির উৎকর্ষের স্বীকৃতি স্বরূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ শ্রীল প্রভুপাদকে "ভক্তিবেদান্ত" উপাধিতে ভূষিত করেন।

তিনি ১৯৫০ সালে ৫৪ বছর বয়সে সংসার–জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর বৃন্দাবনে তিনি কয়েক বছর ধরে অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনার কাজে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের সার শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজি অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা। তিনি সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'Easy Journey to the other planets' ।

১৯৬৫ সালে ৭০ বছর বয়সে পাশ্চাত্যে সনাতন ধর্ম প্রচারের জন্য আমেরিকায় গমন করেন। তিনি জলদূত নামক মালবাহী জাহাজে করে আমেরিকা যান। যখন তিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে প্রথম পৌঁছালেন তখন তাঁর কাছে ছিল মাত্র ৪০ টাকা, একটা সুটকেস, শ্রীমদ্ভাগবতম্, একটা ছাতা এবং কিছু শুকনো প্রসাদ।

সেখানে তিনি প্রায় ১ বছর কঠোর পরিশ্রম করেন। তারপর ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করেন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)।

শ্রীল প্রভুপাদের অনবদ্য অবদান হলো তার গ্রন্থাবলি। তার গ্রন্থসমূহে প্রাচীন বৈদিক দর্শন আধুনিক ধারায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ, শ্রীমদ্ভাগবত (ভাগবত পুরাণ), চৈতন্য-চরিতামৃতসহ বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। যেখানে মানুষের প্রকৃত ধর্ম ও করণীয় সম্বন্ধে বার বার আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭২ সালে আমেরিকার ডালাসে গুরুকুল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে তিনি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বৈদিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। তারপর হতে পৃথিবীর সর্বত্র বহু গুরুকুল বিদ্যালয় চালু হয়েছে এবং ছেলেমেয়েরা অল্প বয়সেই বৈদিক দর্শনকে জানার সুযোগ পাচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ শিশুদের প্রতি অনেক যত্নশীল ছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থসমূহে শিশুদের ভালোভাবে ধর্মীয়, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করার জন্য গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১৯৭৫ সালে বৃন্দাবনে শ্রীল প্রভুপাদ অপূর্ব সুন্দর কৃষ্ণ বলরাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সমগ্র পৃথিবী ১২ বছরে ১৪ বার পরিভ্রমণ করে বৈদিক সংস্কৃতিকে সারা পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। আর এই প্রচার ধারায় তিনি পৃথিবী জুড়ে ১০৮টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। যেখানে শুদ্ধ চিত্তে হাজার হাজার ভক্ত ভগবানের আরাধনা করার সুযোগ পাচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ বৈদিক নির্দেশগুলোকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি আমিষ আহার, অবৈধ সঙ্গ, নেশা ও দ্যূতক্রীড়া বর্জন করে 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ পালন করে আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজের জীবনকে পরিবর্তন করে প্রকৃত সুখের সন্ধান পাচ্ছে।

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর জীবনে হাজার হাজার শিষ্য গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ সময়ে এসে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেছিলেন। অবশেষে ১৯৭৭ সালের ১৪ নভেম্বর তিনি ধরাধাম থেকে অপ্রকট হন। শ্রীল প্রভুপাদ তার অনবদ্য গ্রন্থাবলি ও দিব্যবাণীর দ্বারা সমাদৃত।

কুইজ

আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক সংগঠন________________________

ইস্‌কন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন) গৌড়ীয়–বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি শাখা। ১৯৬৬ সালে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে এই সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইস্কন পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার করে চলেছে। শ্রীচৈতন্যদেব জগদ্বাসীকে কৃষ্ণভক্তির বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি কলিযুগের যুগধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের পন্থা প্রচার করেছিলেন:

হরে ক�ৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।

পৃথিবীব্যাপী সমস্ত নগরাদি গ্রামে ভগবানের এই দিব্যনাম প্রচারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যেই ইস্কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ ইস্কন স্থাপন করেছিলেন এই উদ্দেশ্যে যাতে সংঘে যোগদানকারী প্রত্যেকেই পূর্ণ কৃষ্ণভাবনামৃত অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু পেতে পারে। তাই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে গুরু–পরম্পরা ক্রমে প্রাপ্ত শিক্ষা অনুযায়ী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করে গেছেন। সেইসাথে তা সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশনা সংস্থা 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য আজ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সংস্পর্শে এসে অগণিত মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে শাশ্বত শান্তির সন্ধান পেয়েছেন।

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও বিস্তার

১৯৬৬ সালের ১৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনের ২৬ নং সেকেন্ড অ্যাভিনিউতে ছোট একটি দোকান ঘর 'ম্যাচলেস গিফট' এ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক ইস্‌কন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দাপ্তরিকভাবে এখানে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯২২ সালে এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামীর সাথে তার গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের প্রথম সাক্ষাতে প্রাপ্ত পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করার আদেশই ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত এবং পরবর্তী ৪০ বছর ধরে তিনি সেই আজ্ঞা পালনে কাজ করেন।

১৯৫৩ সালে ভারতের ঝাঁসিতে তিনি 'ভক্তসঙ্গ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ৭টি উদ্দেশ্যই তিনি পরবর্তীতে ইস্‌কনের ৭টি উদ্দেশ্য হিসেবে প্রণয়ন করেন। তারপর ১৯৬৫ সালে আমেরিকা পৌঁছানোর পর দীর্ঘ এক বছর সংগ্রামের পর তিনি ইস্‌কন প্রতিষ্ঠা করেন।

এরপর ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে কানাডা, ইউরোপ, মেক্সিকো, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভারতে একাধিক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭০ সালে প্রভুপাদ ইস্‌কন পরিচালনার জন্য ‘জি.বি.সি (গভর্নিং বডি কমিশন)’ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭০ সালে ভারতে ফিরে আসেন। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে ভারতের বৃন্দাবন, মায়াপুর ও মুম্বাইতে তিনটি বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৭২ সালে প্রভুপাদ কর্তৃক ইস্‌কনের গ্রন্থ প্রকাশনা সংস্থা ‘ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট (বি.বি.টি)’ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে বিশ্বের আধ্যাত্মিক গ্রন্থ প্রকাশের অন্যতম একটি বৃহৎ প্রকাশক সংস্থা।

১৯৭৭ সালে শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক ‘ভক্তিবেদান্ত চ্যারিটি ট্রাস্ট’ প্রতিষ্ঠিত হয় যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তার পার্ষদবর্গের লীলাভূমি তথা গৌড়মণ্ডল ভূমির উন্নয়ন ও সংস্কারে অর্থসংস্থান করে।

বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী ইস্‌কনের ৮০০টিরও বেশি মন্দির রয়েছে। এছাড়াও ৭০ এর অধিক গোশালা ও ইকোভিলেজ আছে।

ইস্‌কনের ৭টি উদ্দেশ্য

১. সুসংবদ্ধভাবে মানব সমাজে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা এবং সমস্ত মানুষকে পারমার্থিক জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত হতে শিক্ষা দেওয়া, যার ফলে জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভ্রান্তি প্রতিহত হবে এবং জগতে যথার্থ সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. শ্রীমদ্ভগবদগীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করা।

৩. সংস্থার সকল সদস্যকে পরস্পরের নিকটতর করে তোলা এবং তাঁদের শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে নিয়ে আসা। একইসঙ্গে প্রতিটি সদস্যের হৃদয়ে, এমনকি সমাজের প্রতিটি মানুষের চিত্তে এমন এক চেতনার জাগরণ ঘটানো, যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে–প্রত্যেক জীবই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ।

৪. শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তিত সমবেতভাবে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার যে সংকীর্তন আন্দোলন, সে সম্বন্ধে সকলকে শিক্ষা দেওয়া ও অনুপ্রাণিত করা।

৫. সংস্থার সদস্যদের জন্য এবং সমস্ত সমাজের জন্য পবিত্র স্থান নির্মাণ করা যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নিত্যলীলা–বিলাস করবেন এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তা নিবেদিত হবে।

৬. একটি সরল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনধারা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সদস্যদের পরস্পরের কাছে টেনে আনা।

৭. পূর্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহ সাধন করার জন্য সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থ ও অন্যান্য লেখা প্রকাশ ও বিতরণ করা।

বৈদিক শিক্ষা প্রসারে ইস্‌কনের অনবদ্য পদক্ষেপ

ইস্‌কন প্রতিষ্ঠার ৭ টি উদ্দেশ্যের মধ্যে ৪টিতেই শিক্ষা শব্দটির সরাসরি উল্লেখ রয়েছে এবং বাকিগুলোও কোনো না কোনোভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত । শ্রীল প্রভুপাদের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে ইস্‌কনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ এবং অর্জন সমূহ দেখে নেওয়া যাক।

গুরুকুল ও স্কুলসমূহের মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান

ইস্‌কন পরিচালিত গুরুকুল সমূহে একাডেমিক শিক্ষা ও বৈদিক শিক্ষার সমন্বয় করে পাঠদান

করা হয়। এখানে যেমন–বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, আর্ট ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষাদান করা হয় তেমনি শ্রীমদ্ভগবদগীতা, শ্রীমদ্ভাগবতম, রামায়ণ, মহাভারত আদি বৈদিক শিক্ষাও দেওয়া হয়। ১৯৭২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর শ্রীল প্রভুপাদের হাত ধরে ডালাসে ইস্‌কনের প্রথম গুরুকুল স্থাপিত হয়। এরপর টেক্সাস, মায়াপুর, বৃন্দাবনসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে ইস্‌কনের ১৫টিরও অধিক গুরুকুল রয়েছে।

বিভিন্ন প্রকল্প

ইস্‌কনে ইকোভিলেজ, "Gita Valley" এর মতো কিছু প্রকল্প রয়েছে যেগুলোও শিক্ষা প্রসারণে ভূমিকা রাখছে। যেমন– ভারতের মহারাষ্ট্রে অবস্থিত "গোবর্ধন ইকোভিলেজ", যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ায় "গীতা নগরী" যেটি বর্তমানে "Gita Valley" নামে পরিচিত, ভারতের মহারাষ্ট্রে "নীলাচল বৈদিক ভিলেজ", আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ায় "নিউ বৃন্দাবন", নিউজিল্যান্ডে "নিউ বর্ষাণা", মায়াপুরে "বৈদিক ভিলেজ ও গোশালা" ইত্যাদি অন্যতম।

গ্রন্থ প্রকাশনা ও প্রচার

শ্রীল প্রভুপাদের রচিত ৮০টিরও বেশি গ্রন্থসমূহ, বিভিন্ন আচার্যবৃন্দদের গ্রন্থ ও বৈদিক গ্রন্থসমূহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত করে চলেছে ইস্‌কনের প্রেস "ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট" এবং পৃথিবীতে এই গ্রন্থসমূহ ব্যাপক প্রচার হচ্ছে ইস্‌কনের দ্বারা, যার মাধ্যমে সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে।

১৯৬৬ সালের পর ইস্‌কন দ্বারা প্রায় ৬০ কোটিরও বেশি "ধর্ম ও নীতিশিক্ষামূলক" গ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্প

বিশ্বব্যাপী ইস্‌কন প্রতিদিন প্রায় লক্ষ লক্ষ স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করে। এছাড়া দুর্যোগকালীন সময়ে এই কর্মসূচি আরও জোরদার করা হয়।

ইস্‌কনের অর্জনসমূহ

- ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ সালে নাইজেরিয়ার লাগোসে খাদ্য বিতরণ ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইস্‌কনকে "সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি অ্যাওয়ার্ডস (SISA) – ২০২৪" এ ভূষিত করে।
- পৃথিবীর প্রায় ৮০টি ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদগীতা যথাযথ এর প্রকাশ এবং ১০৮ টি ভাষায় এর ভূমিকা অনুবাদ করা হয়।
- নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রসারে ইস্‌কনের একটি উদ্যোগ Value Education Olympiad জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর সাথে যৌথভাবে পরিচালিত হয়।

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ইস্‌কনের কার্যক্রম

বর্তমান বিশ্বের প্রায় ১৫০টিরও বেশি দেশে বিস্তৃত ইস্‌কন একটি সুসংগঠিত ধর্মীয় আন্দোলন হলেও এটির কার্যক্রম শুধু ধর্মীয় প্রচারণায় সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, সংস্কৃতি, পরিবেশ এবং সামাজিক উন্নয়নকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত আধ্যাত্মিক–সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশে কার্যক্রম

বিশ্বের অন্যান্য দেশের কার্যক্রমের মতো বাংলাদেশেও ইস্‌কনের সকল কার্যক্রম রয়েছে। সুন্দর সুন্দর মন্দির স্থাপনা সেখানে সার্বক্ষণিক ভগবানের সেবা–পূজা করা, হরিনাম সংকীর্তন করা ও প্রচার করা, গ্রন্থ অধ্যয়ন, প্রকাশনা ও প্রচার করা, সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ বিতরণ করা ইস্‌কনের মূল কার্যক্রম। এছাড়াও রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী আদি উৎসব আয়োজন করা। ঢাকার রথযাত্রা বিশ্বে অন্যতম।

বাংলা ভাষা বিশ্বায়নে ইস্‌কনের ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার অবস্থান মাতৃভাষার দিক দিয়ে ৫ম এবং মোট ব্যবহারকারী ভাষার দিক দিয়ে ৭ম বৃহত্তম ভাষা।

বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা এবং এছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা, আসাম, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, মেঘালয়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর বাংলাভাষী মানুষ বাস করে। ভারতের ২য় ব্যবহারকারী ভাষা বাংলা, সিয়েরা লিওনে অন্যতম সম্মানসূচক সরকারি ভাষা বাংলা। মাতৃভাষায় কথা বলার জন্য একমাত্র বাঙালিদেরই প্রাণ বিসর্জনের ইতিহাস রয়েছে। অসংখ্য কবি সাহিত্যিকদের সুন্দর লেখনীর দ্বারা বাংলা ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারও অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইস্‌কন মন্দিরগুলোতে এবং এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার সকল মন্দিরে সকাল সন্ধ্যা বাংলা ভাষায় আরতি কীর্তন গাওয়া হয়। কৃষ্ণাঙ্গ–শ্বেতাঙ্গ সকলেই বাংলা ভাষায় কীর্তন গাইছে, নৃত্য করছে, ভজন শিখছে , গ্রন্থ পাঠ করছে। যার ফলে বাংলার ব্যবহার বাড়ছে। ২০১৫ সালে কলকাতার নেতাজি স্টেডিয়ামে ইস্‌কন কর্তৃক বিশ্বের ১০৫টি দেশের ভক্তবৃন্দদের নিয়ে সমবেতভাবে বৈষ্ণব কবি নরোত্তম দাস ঠাকুরের বাংলায় রচিত গুরুবন্দনা ‘শ্রীগুরুচরণপদ্ম’ পরিবেশন করা হয় যা “গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে” স্থান করে নেয়। ইস্‌কনের এই উদ্যোগ বাংলা ভাষা বিশ্বায়নে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

যে ভাষা যুগে যুগে বহু কবি , দার্শনিক, সাহিত্যিক ও লেখকের লেখনীর দ্বারা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে, সেই ভাষা আজ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসারী শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত ইস্‌কনের কল্যাণে অধিক বিশ্বায়ন হচ্ছে।

ইস্‌কনের বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম

ইস্‌কন শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় সংগঠন নয়; এটি একটি বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ও সামাজিক আন্দোলন, যা মানবকল্যাণ, নৈতিকতা এবং সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইস্‌কন শিক্ষা, খাদ্য সহায়তা, পরিবেশ রক্ষা, নৈতিক উন্নয়ন এবং মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সামাজিক ভূমিকা পালন করে আসছে।

ইস্‌কনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্যক্রম হলো খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি। প্রকল্পটি বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উদ্ভিদভিত্তিক বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম হিসেবে পরিচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধের মতো সংকটময় সময়েও এই স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্কটি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া ইস্‌কন পরিচালিত ট্রাইবাল কেয়ার আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্যও কাজ করছে।

ইস্‌কনের সাথে যুক্ত বিশেষ ব্যক্তি বর্গ

বিশ্বজুড়ে শিল্প, সংস্কৃতি এবং ব্যবসার জগতের অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইস্‌কনের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং এর প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১। বিনোদন ও সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

জর্জ হ্যারিসন: জর্জ হ্যারিসন ইস্‌কনের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৭৩ সালে লন্ডনের নিকটে তার নিজ বাড়ি দান করেন। যা "ভক্তিবেদান্ত ম্যানর" নামে পরিচিত।

My Sweet Lord তার বিখ্যাত গান যা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে এবং তিনি শ্রীল প্রভুপাদের বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে অর্থ সহায়তা করতেন। জর্জ হ্যারিসন ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলমান সময়ে সহায়তা করতে কনসার্ট ফর বাংলাদেশ আয়োজন করেন এবং তা থেকে সংগ্রহীত অর্থ বাংলার শরণার্থীদের সহায়তায় প্রদান করেন।

২। ব্যবসা ও প্রযুক্তি জগতের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব

আলফ্রেড ফোর্ড: আলফ্রেড ফোর্ড হলেন ফোর্ড কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র। তিনি ১৯৭৪ সালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে তার নাম হয় অম্বরীশ দাস। তিনি হাওয়াইতে প্রথম হিন্দু মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করেন। তিনি ডেট্রয়েটে ভক্তিবেদান্ত সংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনে বিশেষ সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি বর্তমানে মায়াপুরে বৈদিক প্ল্যানেটেরিয়াম (TOVP) নির্মাণের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

স্টিভ জবস (অ্যাপল এর প্রতিষ্ঠাতা): স্টিভ জবস তাঁর ছাত্র জীবনে পোর্টল্যান্ড থাকাকালীন সময়ে খাবারের জন্য নিয়মিত স্থানীয় ইস্‌কন মন্দিরে যেতেন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভগবদগীতার দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বিশিষ্টজনের দৃষ্টিতে ইস্‌কন

"শ্রীল প্রভুপাদ যে গৃহ নির্মাণ করেছেন সেখানে সারা পৃথিবীর মানুষ আশ্রয় পেতে পারে"।

–ড.এম.এন ব্যাশাম

"শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এক অমূল্য কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। মানব–সমাজের মুক্তির জন্য তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো এক অনবদ্য অবদান।"

– শ্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী, ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী

"আমি প্রভুপাদের বিনয়, নম্রতা ও সরলতা খুব পছন্দ করতাম। তাঁর অর্জন ও সাহিত্যকর্ম সত্যিই বিস্ময়কর ও বিশাল। তিনি অল্প বিশ্রাম নিয়ে অসাধারণ পরিশ্রম করতেন, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কৃষ্ণভাবনামৃত বিশ্বজুড়ে মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে।"

– জর্জ হ্যারিসন, কিংবদন্তী বিটলস সংগীতশিল্পী

"হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মানুষের চেতনাকে উচ্চ স্তরে উন্নীত করে। আমি মহামন্ত্রের আধ্যাত্মিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। ইস্কনের কীর্তন পশ্চিমা বিশ্বেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। ভক্তিমূলক সঙ্গীত মানুষের অন্তরে পরিবর্তন আনে।"

– **অ্যালেন গিনসবার্গ,** মার্কিন কবি, লেখক এবং প্রতি–সংস্কৃতি আন্দোলনের প্রধান পুরোধা ব্যক্তিত্ব

"শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তি ও ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার বার্তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন।"

– **পণ্ডিত রবি শঙ্কর,** বিখ্যাত সংগীতশিল্পী

"এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের রচিত গ্রন্থগুলো কেবল সুন্দরই নয়, তা বর্তমান যুগের পক্ষে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, বিশেষ করে যখন সমগ্র জাতিই জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এক সাংস্কৃতিক পন্থা খুজছে।"

– **ড. সি. এল. স্প্রেডবারি,** প্রফেসর অব সোসিওলজি, স্টিফেন এফ অস্টিন স্টেট ইউনিভার্সিটি

"আমি মনে করি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামীর "ভগবদগীতা যথাযথ" গীতার এক অসাধারণ ব্যাখ্যা। এতে মূল গ্রন্থের সৎ অনুবাদ ও সহজবোধ্য বিশ্লেষণ রয়েছে। এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট ও প্রামাণিক উপস্থাপনা আমি আর দেখিনি।"

– **প্রফেসর ড. আই. সি. শর্মা,** দর্শন বিভাগ, ডমিনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়

জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

জাগ্রত ছাত্র সমাজ

লক্ষ্য: (Our Vision)

» শিক্ষার্থীদের পারমার্থিক জীবন প্রণালী প্রদানের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা। (Protection)
» পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা। (Art of Parenting)
» সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে আদর্শ সমাজ গঠনে ভূমিকা পালন করা। (Social Structure)
» যথাযথ জ্ঞান প্রদান করার মাধ্যমে সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করা। (Social Service)
» পারমার্থিক চেতনাসম্পন্ন নেতৃত্ব প্রদানকারী যোগ্য মানুষ তৈরি করা। (Spiritual Leadership)

উদ্দেশ্য: (Our Mission)

» শিক্ষার্থীদের গীতার জ্ঞান সম্বন্ধে অবগত করানো। (Spiritual Knowledge)
» সনাতন ধর্ম, বৈদিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে মানব জীবন সার্থক করা। (Religion & Vedic Culture)
» মূল্যবোধ সম্পন্ন চরিত্রবান মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিশুদের তৈরি করে তোলা। (Honest Personality)
» পারস্পরিক সহযোগিতা ও সু-সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্ব-চেতনা বোধ ও আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলা। (Mutual Relationship)
» শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ আন্দোলন প্রচার ও প্রসারকে সুগঠিত করা। (Spreading Hare Krishna Movement of Lord Caitanya)
» ভগবৎ কেন্দ্রিক আদর্শ জীবন প্রণালী অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা। (Spritual Life-style)
» দিব্য আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। (Chaitanya Brotherhood)
» প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের যোগ্যতা অর্জনের জন্য গড়ে তোলা। (Preaching)

কার্যক্রম: (Our Activities)

» কোর্স-সিলেবাস ভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থা (Course Based Academic System)
» ব্যবহারিক বিষয়ে (সদাচার) শিক্ষাদান (Practical)
» সংগীত, চিত্রাংকন ও বাদ্যযন্ত্র প্রশিক্ষণ (Music, Art & Entertainments Training)
» উত্তিষ্ঠত জাগ্রত ছাত্র ও অভিভাবক সম্মেলন (Uttisthata Jagrata Students & Parents Council)
» ভক্তিবেদান্ত মেগা কনটেস্ট (Bhaktivedanta Mega Contest)
» বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (Annual Cultural Competition)
» ভক্তিবেদান্ত স্কলারশীপ (Bhaktivedanta Scholarship)
» অভিভাবক কাউন্সেলিং (Parents Counseling)
» শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (Teachers Training Course)
» পারমার্থিক শিক্ষা সফর (Spiritual Study Tour)
» গ্রন্থ প্রকাশনা ও বিতরণ (Book Printing & Distribution)